খুতবা জুম'আ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) সংক্রান্ত মহান মর্যাদাসম্পন্ন ভবিষ্যৎবাণীর পূর্ণতার ব্যাখ্যা এবং তার ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ লণ্ডন হতে প্রদত্ত ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২০ এর খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আহমদীয়া জামা'তে ২০ ফেব্রুয়ারিকে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বরাতে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয় এবং জামা'তগুলোতে মুসলেহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষে জলসাও আয়োজিত হয়। মুসলেহ্ মওউদ দিবস হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)'র জন্মদিন উপলক্ষ্যে উদযাপন করা হয় না, বরং একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভের স্মরণে উদযাপন করা হয়। এমন ভবিষ্যদ্বাণী যা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্তা'লার এলহাম অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) করেছিলেন, যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)এর জন্মের তিন বছর পূর্বে করা হয়েছিল, যাতে ইসলামের সেবক এক প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্মের সুসংবাদ ছিল, যা শত্রুদের সামনে নিদর্শনস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, ভবিষ্যৎবাণী সংক্রান্ত কিছু ঘটনা আমি হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)এর ভাষায় বর্ণনা করব, যাতে করে ভবিষ্যৎবাণীর সুমহান মর্যাদার ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, ১৮৮৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই হুশিয়ারপুর শহরে, (তিনি এই খুতবা হুশিয়ারপুরে প্রদান করছিলেন) এই বাড়িতে, (তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে ইশারা করেন) যা আমার আঙুলের সামনে রয়েছে, যেটিকে সেই সময় **'তাবেলা'** বলা হতো, যার অর্থ হলো তা বসবাসের প্রকৃত স্থান ছিল না বা রীতিমত বসতবাড়ি ছিল না, বরং এক ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত বাড়িগুলোর একটি ছিল, যেমনটি কিনা কখনো কখনো উপগৃহ নির্মাণ করা হয়, যাতে কদাচিৎ কোন অতিথি অবস্থান করত। অথবা সেটিকে তারা গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করত বা প্রয়োজনে গবাদি পশু বেঁধে রাখা হতো। মোটকথা একটি অতিরিক্ত স্থান ছিল বা বাহিরে অতিরিক্ত একটি ঘর ছিল। তিনি বলেন, কাদিয়ানের এক অপরিচিত ব্যক্তি, যাকে স্বয়ং কাদিয়ানের বাসিন্দারাও ভালোভাবে চিনত না, ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রতি মানুষের বিরোধিতা দেখে, নিভৃতে নিজ প্রভুর ইবাদত এবং তাঁর সাহায্য ও নিদর্শন যাচনা করার মানসে এখানে আসেন, আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত জনমানব হতে বিচ্ছিন্ন থেকে তিনি নিজ প্রভুর কাছে দোয়া করেন। চল্লিশ দিনের দোয়ার পর খোদাতা'লা তাঁকে একটি নিদর্শন প্রদান করেন। সেই নিদর্শন হলো, আমি তোমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কেবল পূর্ণই করব না আর তোমার নাম শুধু পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তেই পৌঁছাব না, বরং এই প্রতিশ্রুতিকে আরো মহিমার সাথে পূর্ণ করার জন্য আমি তোমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করব, যে কতিপয় বিশেষ গুণাবলীর ধারকবাহক হবে। সে ইসলামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবে। খোদাতা'লার বাণীর তত্ত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করবে। সে কৃপা এবং কল্যাণের নিদর্শন হবে। ইসলাম প্রচারের জন্য আবশ্যক ধর্মীয় এবং পার্থিব জ্ঞান তাকে প্রদান করা হবে। একইভাবে আল্লাহ্তা'লা তাকে দীর্ঘায়ু দান করবেন, যতক্ষণ না সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুখ্যাতি লাভ করে। আজ পৃথিবীর যে দেশেই আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণী এবং এই প্রতিশ্রুত পুত্রসন্তানের সুখ্যাতি বিদ্যমান। এই বিজ্ঞপ্তি যখন প্রকাশিত হয় সমসাময়িক বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি করা আরম্ভ করে যে, এটা কেমন ভবিষ্যদ্বাণী? যে কেউ ঘোষণা করতে পারে যে, আমার ঘরে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, আসল কথা হলো, তিনি (আঃ) যদি নিজের ঘরে কেবল এক সাধারণ পুত্র হওয়ারও সংবাদ দিতেন তবুও এই সংবাদ নিজ গুণে একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলে গণ্য হতো, কেননা সংখ্যা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, পৃথিবীতে মানুষের একটি অংশ নিঃসন্দেহে এমন রয়েছে যাদের ঘরে কোন সন্তানসন্ততি হয় না। দ্বিতীয়ত তিনি (আঃ) যখন এই ঘোষণা করেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল, আর পৃথিবীতে সহস্র সহস্র এমন মানুষ বসবাস করে যাদের ঘরে পঞ্চাশ বছরের পর সন্তান জন্ম নেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া এমনও অনেক মানুষ রয়েছে যাদের ঘরে শুধু কন্যা সন্তানই জন্ম নেয়। এছাড়া এমন মানুষও আছে যাদের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিলেও জন্মের কিছুদিন পরই মারা যায়। আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এমন সব আশঙ্কাই বিদ্যমান ছিল। অতএব, প্রথমত কোন পুত্র সন্তানের জন্মের

ভবিষ্যদ্বাণী করা কোন মানুষের জন্য সাধ্যাতীত বিষয়, কিন্তু তিনি (আঃ) তর্কের খাতিরে এই আপত্তিকে মেনে নিয়ে বলেন, তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া হয়, শুধুমাত্র কোন পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদ দিলেই তা ভবিষ্যদ্বাণী বলে আখ্যায়িত হবে না, তাহলে প্রশ্ন হলো, আমি কখন নিছক এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়ার সংবাদ দিলাম? আমি একথা বলি নি যে, আমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিবে, বরং আমি বলেছি, খোদাতা'লা আমার দোয়াসমূহ গ্রহণ করে এমন এক আশিসময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তার লাভ করবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, কেউ কেউ বলে, মুসলেহ্ মওউদ হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর বংশধরদের পরবর্তী কোন প্রজন্মে, তিন-চারশ' বছর পর জন্ম গ্রহণ করবে। বর্তমান যুগে তাঁর আগমন হতে পারে না। কিন্তু তাদের কেউ খোদাতা'লাকে ভয় করে না। কমপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলোই দেখা উচিত এবং সেগুলো নিয়ে ভাবা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) লিখেন, ইসলামের বিরুদ্ধে এখন আপত্তি করা হয় যে, ইসলাম নিজের মাঝে নিদর্শন প্রদর্শনের কোন বৈশিষ্ট্য রাখে না। যেমন পণ্ডিত লেখরাম আপত্তি করছিল যে, ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হয়ে থাকে তাহলে নিদর্শন দেখানো উচিত। ইন্দারমানও আপত্তি করছিল যে, ইসলাম সত্য ধর্ম হয়ে থাকলে নিদর্শন দেখানো হোক। তিনি (আঃ) তখন খোদাতা'লার দরবারে সেজদাবনত হয়ে বলেন, হে খোদা! তুমি এমন নিদর্শন প্রদর্শন কর যা এসব নিদর্শনকামীদের ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকারে বাধ্য করবে। তুমি, এমন নিদর্শন প্রদর্শন কর, যা ইন্দারমান মুরাদাবাদী প্রমুখকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে বাধ্য করবে। তিনি বলেন, এসব আপত্তিকারীরা আমাদের বলে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) যখন আল্লাহ্তা'লার কাছে এই দোয়া করেন, তখন খোদাতা'লা তাঁকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে, আজ থেকে তিনশ' বছর পর আমরা তোমাকে এমন এক পুত্র সন্তান দান করব যে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন হবে! জগতে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে এই কথাকে যুক্তিযুক্ত আখ্যা দিবে? পণ্ডিত লেখরাম, মুন্সি ইন্দারমান মুরাদাবাদী এবং কাদিয়ানের হিন্দুরা বলছে যে, ইসলাম সম্পর্কে দাবি করা হয়, এর খোদা জগদ্বাসীকে নিদর্শন দেখানোর ক্ষমতা রাখেন, এটি একটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দাবি। যদি এ দাবির কোন সত্যতা থেকে থাকে তবে আমাদের নিদর্শন দেখানো হোক। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) আল্লাহ্তা'লার দরবারে সেজদাবনত হয়ে বলেন, হে খোদা! আমি তোমার সমীপে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে তোমার রহমতের নিদর্শন দেখাও, তুমি আমাকে তোমার শক্তিমত্তার এবং নৈকট্যের নিদর্শন দান কর। অতএব, উল্লিখিত সব নিদর্শন, নিদর্শন-প্রার্থীর জীবদ্দশায়, নিকটবর্তী কোন সময়েই প্রকাশিত হওয়া উচিত, আর কার্যত হয়েছেও তাই। আল্লাহ্তা'লার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ১৮৮৯ সনে যখন আমার জন্ম হয় তখন তাদের সবাই জীবিত ছিল, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর কাছে নিদর্শন দেখতে চেয়েছিল। আমার বয়স যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে আল্লাহ্তা'লার নিদর্শনাবলীও ক্রমবর্ধিতহারে অবিরাম ধারায় প্রকাশ পেতে থাকে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর জীবদ্দশায় এবং যারা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি করত আর এ নিদর্শন দেখানোর দাবি করেছিল তাদের জীবদ্দশায়ই এ নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক ছিল এবং তা প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এই ঘোষণা করেন যে, আমিই মুসলেহ্ মওউদ। প্রথমে তার বিরুদ্ধে এই আপত্তি ছিল যে, তিনি মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা দেন নি। ১৯৪৪ সালে তিনি এই ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, আমি বলছি এবং খোদার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি-ই মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল এবং আমাকেই আল্লাহ্তা'লা সেসব ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার স্থল বানিয়েছেন। যে ব্যক্তি মনে করে যে, আমি প্রতারণামূলক কথা বলেছি, কিংবা এই বিষয়ে মিথ্যা বলেছি ও সত্যের অপালাপ করেছি, সে এগিয়ে আসুক এবং এই বিষয়ে আমার সাথে মুবাহালা করুক; অথবা আল্লাহ্তা'লার শাস্তি যাচনা করে কসম খেয়ে এই ঘোষণা করুক যে, খোদা তাকে বলেছেন–আমি মিথ্যা কথা বলছি। তখন আল্লাহ্তা'লা নিজেই স্বীয় ঐশী নিদর্শনাবলী দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রদান করবে যে, কে মিথ্যাবাদী আর কে সত্যবাদী। কিন্তু কেউই এর জন্য এগিয়ে আসে নি।

বস্তুতঃ আল্লাহ্তা'লার কৃপা এবং তাঁর দয়ায় সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যার পূর্ণতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করা হচ্ছিল, আল্লাহ্তা'লা সেটি সম্পর্কে স্বীয় ইলহাম ও সংবাদের মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি আমার সত্তায় পূর্ণ হয়েছে এবং এখন ইসলামের শত্রুদের সামনে খোদাতা'লা পূর্ণ দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন আর তাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম খোদাতা'লার সত্য ধর্ম, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খোদাতা'লার সত্য রসূল এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) খোদাতা'লার সত্য প্রেরিত মহাপুরুষ। তারা মিথ্যাবাদী, যারা ইসলামকে মিথ্যা বলে; মিথ্যুক তারা, যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে মিথ্যাবাদী বলে। খোদাতা'লা এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ)এর সত্যতার এক জীবন্ত প্রমাণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

তিনি বলেন, কার এই সাধ্য ছিল যে, সে ১৮৮৬ সালে, আজ থেকে পুরো আটান্ন বছর পূর্বে, নিজের পক্ষ থেকে এই খবর দিতে পারত যে, নয় বছর সময়ের মধ্যে তার ঘরে এক পুত্র জন্ম নিবে, সে দ্রুত বড় হবে, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে, সে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নাম পৃথিবীতে প্রচার করবে, তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পূর্ণ করা হবে, সে ঐশী প্রতাপ বিকাশের কারণ হবে, আর সে খোদাতা'লার ক্ষমতা ও তাঁর নৈকট্য এবং তাঁর দয়ার এক জীবন্ত নিদর্শন হবে। পৃথিবীর কোন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে এমন সংবাদ দিতে পারত না। খোদাতা'লা এই সংবাদ দিয়েছেন, অতঃপর সেই খোদাই এই সংবাদকে পূর্ণতা দান করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, অতএব এটি কোন সাধারণ ঘোষণা ছিল না। আমি যেমনটি বলেছি, তাঁর (রাঃ) বায়ান্ন বছরের খিলাফতকাল এবং এর প্রতিটি দিন এই ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা প্রকাশ করছে। অতঃপর তিনি বলেন, হে আমার বন্ধুগণ! আমি নিজের জন্য কোন সম্মানের আকাঙ্ক্ষী নই, আর যতক্ষণ খোদাতা'লা আমার কাছে প্রকাশ না করেন আমি দীর্ঘায়ূরও প্রত্যাশী নই। অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু লাভের বাসনাও রাখি না। তবে হ্যাঁ, আমি খোদাতা'লার অনুগ্রহ প্রত্যাশী। আর আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ও ইসলামকে পুনরায় নিজ পায়ে দাঁড় করানো এবং খ্রীষ্টধর্মকে পিষ্ট করার ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ আমার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের অনেক ভূমিকা থাকবে। আর যেসব গোড়ালি শয়তানের মাথা পদদলিত করবে এবং খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের অবসান ঘটাবে তন্মধ্যে একটি আমারও হবে, ইনশাআল্লাহ্তা'লা।

অতঃপর তিনি (রাঃ) বলেন, এ স্থলে আমি আপনাদেরকে এই শুভসংবাদ প্রদান করছি যে, খোদাতা'লা আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সেই ভীবষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করেছেন যা মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ছিল সেখানে এর পাশাপাশি আমি সেসব দায়িত্বের প্রতিও আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি যা আপনাদের ওপর বর্তায়, আর এ দায়িত্বাবলী আজও আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আপনারা যারা আমার এ ঘোষণার সত্যায়নকারী; যারা সত্যায়ন করছেন যে, আমি মুসলেহ্ মওউদ, আপনাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করুন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিজয় এবং সফলতার জন্য নিজেদের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হয়ে যান। নিঃসন্দেহে আপনারা আনন্দিত হতে পারেন, ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য আনন্দ করা যেতে পারে, খোদাতা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণতা দান করেছেন, তাই আপনারা আনন্দিত হতে পারেন। সুতরাং আমি তোমাদেরকে আনন্দিত হতে বারণ করি না। আমি তোমাদেরকে উচ্ছ্বসিত হতে বারণ করি না। নিঃসন্দেহে তোমরা আনন্দ কর এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হও, কিন্তু আমার কথা হলো, এ আনন্দ-উল্লাসে তোমরা নিজেদের দায়িত্বসমূহকে ভুলে যেও না। যেভাবে খোদাতা'লা আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন যে, আমি দ্রুত দৌঁড়াচ্ছি আর ভূপৃষ্ঠ আমার পদতলে গুটিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্তা'লা আমার সম্পর্কে এলহামের মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি দ্রুত বৃদ্ধি পাব। সুতরাং আমার জন্য এটাই নির্ধারিত যে, আমি ক্ষিপ্রতা ও দ্রুত পদচারণায় উন্নতির ময়দানে এগিয়ে যাব। কিন্তু একইসাথে আপনাদের ওপরও এই দায়িত্ব বর্তায় যে, নিজ পদচারণায় গতি সঞ্চার করুন এবং অলস চালচলন পরিহার করুন। কল্যাণমণ্ডিত সে, যে আমার সাথে সমান তালে চলে এবং দ্রুততার সাথে উন্নতির ময়দানে ছুটে। তিনি বলেন, তোমরা যদি উন্নতি করতে চাও এবং নিজেদের দায়িত্বকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে থাক, তাহলে প্রতিটি পদক্ষেপে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমার সাথে অগ্রসর হও যেন আমরা কুফরের বক্ষে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর পতাকা সংস্থাপন করতে পারি আর মিথ্যাকে চিরদিনের জন্য ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি। আর ইনশাআল্লাহ্ এমনটিই হবে। আকাশ ও পৃথিবী টলতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্তা'লার কথা কখনো টলতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহতা'লা আমাদেরকে সামর্থ্য দান করুন যেন আমরা কর্মোদ্দমী হই, শুধুমাত্র মুসলেহ্ মওউদ দিবস পালনকারী না হই। ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচারকারী হই। শুধুমাত্র এ কথায় আনন্দিত না হয়ে যাই যে, আমরা মুসলেহ্ মওউদ দিবসের জলসা উদযাপন করছি। প্রকৃত অর্থে যেন আমরা এই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং সে কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি যার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) কে আল্লাহ্তা'লা প্রেরণ করেছিলেন আর যার জন্য তিনি অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন আর মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীও সেগুলোর একটি ভবিষ্যদ্বাণী।

তাঁর কাজের ক্ষেত্রে সংক্ষেপে কেবল একটি কথা এখানে আমি উল্লেখ করছি। ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ হলো তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে। তাঁর কর্মকাণ্ডের একটি ঝলক আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)এর পুস্তকাদি, বক্তৃতামালা এবং বক্তৃতার সংকলন আনওয়ারুল উলুম নামে প্রকাশিত হচ্ছে। অনেকগুলো খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। যারা উর্দূ পড়তে জানেন তাদের পড়া উচিত; অবশ্য কিছু বইয়ের ইংরেজি অনুবাদও হচ্ছে। এখন পর্যন্ত আনওয়ারুল উলুমের ছাব্বিশটি খণ্ড প্রকাশিত

হয়েছে। এ ছাব্বিশটি খণ্ডে মোট ছয়শত সত্তরটি পুস্তক, বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। খুতবাতে মাহমুদের এখন পর্যন্ত মোট উনচল্লিশটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, যাতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত খুতবা ছেপে গেছে। এই খণ্ডগুলোতে ২৩৬৭ টি খুতবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তফসীর সগীর রয়েছে ১০৭১ পৃষ্ঠা সম্বলিত। তফসীরে কবীরের ১০টি খণ্ড রয়েছে যাতে পবিত্র কুরআনের ৫৯ টি সূরার তফসীর বর্ণিত হয়েছে। তফসীরে কবীরের ১০ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ৫৯০৭। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ)এর অপ্রকাশিত তফসীর বা তাঁর পবিত্র কুরআনের দরস, যা অপ্রকাশিত ছিল, তা রিসার্চ সেল কম্পোজ করার পর ফযলে উমর ফাউণ্ডেশন এর কাছে হস্তান্তর করেছে। এতে ৩০৯৪ পৃষ্ঠা রয়েছে। এরপর আমি রিসার্চ সেলকে বলেছিলাম হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এর লেখা থেকেও যেন পবিত্র কুরআনের তফসীর একত্রিত করা হয়, যার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে আর এখন পর্যন্ত ৯ হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত তফসীর সংকলন করা হয়েছে এবং এ কাজ চলমান রয়েছে। এটি তাঁর কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট। শুধু একটি ভাসাভাসা চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেই আমি ইতি টানছি। তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর মর্যাদাকে আল্লাহ্‌তা'লা উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। আমরাও যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর এই পুত্রের ন্যায় ইসলাম প্রচারের জন্য নিজেদের হৃদয়ে বেদনা সৃষ্টি করতে পারি আর ইসলামের সেবা করার জন্য আমরা যেন সদা প্রস্তুত থাকি। আর আমরা যেন সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হই যারা ধর্মের সেবক, তাদের অন্তর্ভুক্ত যেন আমরা না হই যাদের ব্যাপারে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেছিলেন যে, আপনাদের যুগে এই জামা'তের যেন দুর্নাম না হয়।

আল্লাহ্‌তা'লা করুন আমরা যেন কখনো এই জামা'তের দুর্নামের কারণ না হই, বরং আমরা যেন এর সেবায় ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হতে থাকি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথমজন হলেন মোহতরমা মরিয়ম এলিযাবেথ সাহেবা, যিনি মুলতানের রঈস ও সাবেক আমীর মুকার্‌রম ও মোহতরম মালিক ওমর আলী খোখার সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, স্নেহের জাহেদ ফারেস আহমদ-এর, যে ১২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।সে তারেক নূরী এবং আতিয়াতুল আযিয খাদিজার পুত্র ছিল। স্নেহের জাহেদের নানা ফারুক আহমদ খান সাহেব, যিনি হযরত নবাব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবার সবচেয়ে বড় দৌহিত্র। সে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল। জেনারেটরের মাধ্যমে ঘরে আগুন লাগার দরুন তার শরীরেও আগুন লেগে যায় এবং সে আহত হয়। যদিও সুস্থ্য হয়ে উঠছিল, ডাক্তাররা প্রথমে একথা-ই বলেছিল যে, সে সুস্থ্য হয়ে উঠছে এবং আঘাত সেরে উঠছে, কিন্তু এরপর কোন কারণে ইনফেকশন খুব বেড়ে যায়। হাসপাতালেরই ইনফেকশন বা যা-ই কারণ ছিল তার ফলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও প্রভাবিত হয় এবং হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়। মরহুম শিশু ছিল, এই বয়সের নিষ্পাপ শিশুরা নিঃসন্দেহে জান্নাতবাসী হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা এই মরহুমকে নিজ প্রিয়দের চরণে ঠাই দিন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মর্যাদা ক্রমাগত উন্নীত করুন আর তার মা এবং নানা-নানীকে ধৈর্য্য এবং সাহসিকতা প্রদান করুন।

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
21 February 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org